Anandabazar Patrika 23.11.09

বচ্চনের এসএমএসে প্রহর গুনছে ইক্রামুলরা

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

ইক্রামুল আর আলির জন্য অমিতাভ বচ্চনের পাঠানো এসএমএস— "আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। আমি দেখছি কী করে সব বন্দোবস্ত করা যায়। একান্তে ওদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে চাই।" একুশে নভেম্বর সন্ধেবেলার ঘটনা।

দিন কয়েক আগে তাঁর নিজের সংস্থা এবিসিএল থেকে ফোনও করা হয়েছিল। মোবাইলে নাকীকণ্ঠ জানিয়েছিল, অসুস্থতার জন্য আপাতত কোথাও যেতে পারছেন না অমিতাভ। তাই চাইছেন ইক্রামুলরা যেন মুম্বই এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

'পা'-এর শ্যুটিং শুরু হওয়ার আগেও এক বার চিঠিচাপাটি হয়েছিল। ছবিতে ইক্রামুলদের অভিনয়ের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। নানা কারণে সেটা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এ বার খোদ অমিতাভ কলকাতায় বার্তা পাঠানোর স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে ইক্রামুল আর আলির।

বাস্তবে শারীরিক ভাবে ইক্রামুলরা যে রকম, ঠিক সেই ভূমিকাতেই 'পা' ছবিতে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনকে। প্রোজেরিয়া রোগে আক্রান্ত এক কিশোর 'অরো'র ভূমিকায়। এমন এক রোগ, যাতে শরীরের বয়স হয় মানুষের আসল বয়সের পাঁচ-ছয় গুণ। অর্থাৎ, বারো বছরের ছেলের দেহের বয়স হবে প্রায় বাহাত্তর! অস্থিচর্মসার বৃদ্ধের মতো দেখতে হবে তাকে।

বছর সাতেক আগে বিহারের ছাপরায় একটি পরিবারের খোঁজ মেলে, যেখানে সাত সন্তানের মধ্যে পাঁচ জনই প্রোজেরিয়া-আক্রান্ত। ছোটবেলাতেই যারা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। সেই পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। বেঁচে রয়েছে শুধু ইক্রামুল খান আর আলি হোসেন। অমিতাভ বচ্চন প্রোজেরিয়া-আক্রান্ত বালকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন জেনে যারা প্রবল উদ্ভাসিত এবং উত্তেজিত। "আমাদের তো জীবনের কোনও ভরসা নেই। কখন টুপ করে মরে যাব। তাড়াতাড়ি বচ্চনজির সঙ্গে দেখাটা সেরে নিতে চাই"— বলছিল দু' ভাই।

দুই ভাই ইক্রামুল ও আলি। (বাঁ দিকে)। 'পা' ছবিতে অমিতাভ।

সামনাসামনি দেখলে মনেই হবে না কোনও রক্তমাংসের মানুষ। যেন শিল্পবার্গের ছবি থেকে কোনও ভিন গ্রহের প্রাণী বসে আছে। অথচ কথাবার্তা, আচারআচরণে একেবারে ঠিকঠাক। হইহই করে অমিতাভ বচ্চনের কথাই বলছিল দু'জনে। তাঁর সিনেমা বিশেষ দেখেনি। তবে টেলিভিশনে 'কৌন বনেগা করোড়পতি' রীতিমতো গিলত দু'ভাই। এখন টিভিতে 'পা'-এর প্রোমোও মন দিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যে অমিতাভের চরিত্রাঙ্কণের বেশ কিছু খুঁতও বার করেছে। মেগাস্টারের সঙ্গে দেখা হলে সেই সব তারা জানাবে।

ইক্রামুল আর আলির বক্তব্য, "সিনেমায় অমিতজি দৌড়চ্ছেন, লাফাচ্ছেন, আবার একটা দৃশ্যে তো অভিষেক ওঁকে পিঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের মতো রোগ হলে কেউ ঘোড়াই এ রকম করতে পারে। দেখুন না, ভাল করে পায়ের পাতা পর্যন্ত ফেলতে পারি না। জোরে পাখা চললেই দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়, দৌড়ব কী করে। ও রকম পিঠে চড়লে আমাদের হাড় ভেঙে যাবে যে! অমিতজিকে বোধ হয় এ সব কেউ বলে

এর পর সাতের পাতায়

প্রহর গুনছে ইক্রামুলরা

প্রথম পাতার পর

দেয়নি।" আরও সংযোজন, "টিভিতে দেখলাম অমিতজি স্কুলব্যাগ পিঠে নিয়েছেন। প্রোজেরিয়া হলে ব্যাগের ভারে কাঁধের হাড় ভেঙে যাওয়ার কথা। স্কুলেই যেতে পারবে না, যেমন আমরা পারিনি। দেখা হলে সব বলব অমিতজিকে।"

হয়তো এই মহামূল্যবান 'টিপস্'-এর জন্যই 'পা'-এর শ্যুটিং চলাকালীন এবিসিএল-র তরফে ইক্রামুলদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হয়েছিল। ইন্টারনেটে ইক্রামুলদের ছবি দেখেই অমিতাভের মেকআপ ঠিক করা হয়। প্রতি দিন ছ'ঘণ্টা লাগত সেই মেকআপ নিতে। অমিতাভ এবং অভিষেক দু'জনেই ইক্রামুলদের উপরে তৈরি তথ্যচিত্রও দেখেছেন।

যে সংস্থা এখন ইক্রামুলদের নিয়ে গবেষণা করছে, তার প্রধান শেখর চট্টোপাধ্যায় জানালেন, ফেব্রুয়ারি মাসে এবিসিএলের তরফে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারা জানায়, অমিতাভ শুনেছেন, কলকাতায় একটি প্রোজেরিয়া-পরিবার রয়েছে। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। ইক্রামুল ও আলির বেশ কিছু বড় ছবি পাঠাতে বলা হয় এবং মুম্বইতে ওই দুই ভাইকে নিয়ে আসার কথা হয়। শেখরবাবুর কথায়, "ছবিতে ইক্রামুলদের অভিনয়ের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ছবি পাঠানো বা ওদের মুম্বই নিয়ে যেতে অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল, যা আমাদের পক্ষে তখন জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এবিসিএল জানিয়েছিল, তারা একটা ব্যবস্থা করবে। শেষ পর্যন্ত তা-ও হয়নি।"